BOOK OF DEAD

মৃত আত্মা জাগানোর রহস্য

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

Book of Dead এর ভয়ংকর সাধনা: মৃতদের আত্মা জাগানোর সেই প্রাচীন রহস্য!

ভূমিকা

বন্ধুরা, ভাবুন আপনি অন্ধকার রাতে একা বসে আছেন। হঠাৎ বাতাস জমে উঠল, চারদিক ভারী হয়ে গেল। দূরে কোথাও কবরের মাটি নড়ে উঠল, আর ভেতর থেকে শোনা গেল ফিসফিস—'আমাকে ডাকছ কেন?' হ্যাঁ, এই হলো Book of Dead-এর ভয়ংকর সাধনা! আজ আমি আপনাদের জানাব সেই রহস্য যা মানুষকে যুগে যুগে কাঁপিয়ে দিয়েছে।

উপস্থাপক পরিচিতি

আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল। আজ আমি আপনাদের জানাব— Book of Dead-এর ইতিহাস, আসল মন্ত্র, ইসলামিক ব্যাখ্যা আর আল্লাহর ইলহামপ্রসূত সেই মন্ত্র, যা Book of Dead-এর আসল বাবা। সেই সত্য মন্ত্র যা হাজার বছরে সময়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ফেরাউন দের মমির সাথে।

অধ্যায় ১: Book of Dead এর উৎপত্তি

Book of Dead কোনো সাধারণ বই নয়। এটি প্রাচীন মিশরের কবরের দেয়াল, মমির কাপড়, সোনার পাতায় খোদাই করা মন্ত্রের সমষ্টি। ফেরাউনরা বিশ্বাস করত—মৃত্যুর পর আত্মা অন্ধকারের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। এই বইয়ের মন্ত্র তাকে পথ দেখিয়ে আলোতে পৌঁছে দেয়।

আজও অনেক মমির পাশে পাওয়া গেছে এই গ্রন্থের অংশবিশেষ, যা গবেষকরা ভয় পেয়ে পড়তে সাহস করেননি কিন্তু এর বাস্তব ও সত্যিকার আত্মা জাগ্রত করা আসমানি মন্ত্র গুলো এখন নেই বললেই চলে।

এই মন্ত্রগুলো মূলত প্রাচীণ ফেরাউনদের বংশ পরম্পরায় তাদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। প্রাচীন ফেরাউনদের সাথে এলিয়েন ও ভিন্ন ডাইমেনশনের প্রাণীদের যোগাযোগ ছিল যারা পিরামিড তৈরী তেও সাহায্য করেছিল। বর্তমানে এই বইয়ের আসল আসমানি মন্ত্রগুলো বিলুপ্ত প্রায়। ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও কায়রোর মিউজিয়াম এ সংরক্ষিত Book Of Dead বইতেও এই মন্ত্রগুলো অনুপস্থিত।

ফেরাউনদের মমির সাথে সামান্য কিছু খন্ডাংশ পাওয়া গেলেও আসল আসমানি মন্ত্র কোথাও পাওয়া যায়নি। আমি আজ আপনাদের সাথে Book Of Dead এর সেই বিলুপ্ত Grand মন্ত্র টি প্রকাশ করব কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। চাইলে সমস্ত জীবন প্রচেষ্টা চালাতে পারেন তবুও আপনাদের প্রচেষ্টার ফল শূন্য বের হবে। একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ঐশীবাণীর মাধ্যমেই আপনাদের এগুলোর প্রাপ্তি ঘটবে ইনশা আল্লাহ, যদি আপনারা নিজেদের সেই যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

অধ্যায় ২: কবরের ভাষা – মৃত আত্মার সাথে যোগাযোগের হারানো কোড

মিশরীয়রা বিশ্বাস করত, প্রতিটি আত্মার একটি বিশেষ হরফ বা প্রতীক আছে। সেই হরফ উচ্চারণ করলে আত্মা সাড়া দেয়।

যেমন— (আন-নেফারুৎ) শব্দটি বারবার উচ্চারণ করলে নাকি মৃত মমি চোখ খুলে তাকাত।

আজও অনেকে দাবি করে—এই হরফ উচ্চারণ করলে ঘরের ভেতর অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়।

অধ্যায় ৩: Book of Dead এর আসল মন্ত্র

“ইয়া রূহুল মাগরিব, খুরুজ মিনা য্-যুলমাহ, ইফতাহ আবওয়াবাল আলা’লামিল আসফাল, ওয়া উ’দ ওয়া তাকাল্লাম মা’আল আহইয়া!”

বাংলা অর্থ:

" হে পশ্চিমের আত্মা! অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসো।
পাতালের দরজা খুলে দাও। ফিরে এসো, জীবিতদের সাথে কথা বলো। "

যদিও মিশরীয় ইতিহাসে বলা হয়—এটা পড়লে আত্মা সাড়া দিত। কিন্তু আমার ইলেম ও আধ্যাত্মিকতা থেকে আমি জানলাম এর বাস্তবতা ভিন্ন। এখানে অনেক বড় একটি সমস্যা লুক্কায়িত ছিল। সমস্যাটি হলো, এখানে আল্লাহর নাম নেই। তাই বেশিরভাগ সময় আত্মা নয়, বরং শয়তান হাজির হতো। বাস্তবিক অর্থে আল্লাহ পাকের অসীম নাম ও ইসেম সম্বলিত সেই আসমানি মন্ত্রগুলো যেগুলো এলিয়েন ও হায়ার ডাইমেনশনের জীবরা ফেরাউনদের শিখিয়েছিল তা কালের বিবর্তনে ডেমন ও খারাপ আত্মারা মানুষ থেকে আড়াল করে ফেলেছেন। যুগের সাথে সাথে ডেমন ও খারাপ আত্মারা মন্ত্র গুলোর এমন বিকৃত খন্ডাংশ পিরামিড ও ফেরাউন দের মমিতে রেখে দিয়েছেন যেগুলোর সাহায্যে ইজিলি তাঁরা মানব জগতে একসেস নিতে পারত যখন মানুষ সেই মন্ত্রের খন্ডাংশ গুলো পড়ে তাদের আহবান করত।

অধ্যায় ৪: ফেরাউনদের অভিশাপ

Tutankhamun-এর কবর খননকারীদের অনেকেই অদ্ভুত মৃত্যুবরণ করেছিল। ইতিহাসে একে বলা হয় “Curse of the Pharaoh”। যারা Book of Dead স্পর্শ করেছে, অনেকে অকারণে মারা গেছে, কেউ অসুস্থ হয়েছে, কেউ পাগল হয়েছে। এটাই ফেরাউনদের অভিশাপ, যা মানুষের মনে ভীতি তৈরি করে রেখেছে।

অধ্যায় ৫: কোরআনের আলোকে মৃত আত্মা

আল্লাহ বলেছেন
“আল্লাহ মৃত্যু ঘটান সময় হলে, আর যাদের মৃত্যু হয়নি তাদেরকে নিদ্রায় ধরে রাখেন।” (সূরা আয-যুমার: ৪২)

এর মানে, আত্মা শুধু আল্লাহর অনুমতিতে আসে।
তাহলে আল্লাহ পাকের ইসেম ব্যাতিত সেই বিকৃত মন্ত্রগুলোর মাধ্যমে যারা আত্মা ডাকার দাবি করে, তারা আসলে শয়তানের ফাঁদে পড়ে যায়। ডেমন ও খারাপ আত্মা গণ কালের বিবর্তনে Book of Dead এ ঠিক এই ধরণের প্রতারণা তৈরি করেছিল।

অধ্যায় ৬: আমার ইলহামপ্রসূত আসল মন্ত্র যা Book Of Dead এর মূল চাবিকাঠি

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লাহুম্মা ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া মালিকাল মাওতি ওয়াল হায়াত।
বিআসমিকাল আ'যম, ওয়া বিহাক্কি আসমা'ইকাল হুসনা, ওয়া বিহাক্কির রাহমান, ওয়া বিহাক্কির রহিম, ওয়া বিহাক্কিল কাহ্হার, ওয়া বিহাক্কিল জাব্বার। ওয়া বিহাক্কি নুজূলিল কুরআন, ওয়া বিহাক্কি কালিমাতিকাত তাম্মাত।
ওয়া বিহাক্কিন নূরিকাফিত্ তূর, ওয়া বিহাক্কিল বাহরিল মাশকূক। ওয়া বিহাক্কি সাওতি ইস্রাফীল, ওয়া বিহাক্কিল কলামিল্লাযী কাতাবাল মাকদূর। আহদির লানা আর রূহাল হাকিক্বিয়্যাহ, ওয়াকশিফ কাইদাশ শায়াতীন।
ফাকূমী ইয়া রূহু বিইজনিল্লাহিল হক্ক, ওয়াশহাদি আন্নাল কুওয়াতা কুল্লাহা লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার।"

বাংলা অর্থ

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে চিরঞ্জীব, হে সর্বধারক, হে জীবন ও মৃত্যুর মালিক! তোমার ইসমে আ'যমের দোহাই, তোমার সুন্দর নামগুলোর দোহাই, রহমান, রহিম, কাহ্হার, জাব্বারের দোহাই। তোমার অবতীর্ণ কুরআনের দোহাই, পূর্ণ কালিমার দোহাই, তূর পাহাড়ে তোমার নূরের দোহাই, সমুদ্র চিরে ফেলার দোহাই। ইস্রাফিলের শিঙ্গার আওয়াজের দোহাই, তাকদীর লেখা কলমের দোহাই।

হে আল্লাহ, আমাদের সামনে আসল আত্মাকে হাজির করো, শয়তানদের কৌশল ভেঙে দাও। হে আত্মা, আল্লাহর অনুমতিতে হাজির হও এবং সাক্ষ্য দাও—সব শক্তি কেবল আল্লাহর।”

এটাই হলো Book of Dead-এর সেই মূল মন্ত্র যেটি এলিয়েন ও হায়ার ডাইমেনশনের জীবগণ প্রাচীন ফেরাউনদের কে শিখিয়েছিলেন যখন তাঁরা পিরামিড তৈরী করতে মিশরের ফেরাউনদের সাহায্য করেছিলেন। বিশেষ করে মিশরের ফারাউ জোসারের " ষ্টেপড পিরামিড " যা প্রায় ৪৭০০-৫০০০ বছর পূর্বে তৈরী করা হয়েছিল। এই মন্ত্রের মাধ্যমেই বাস্তবিক আত্মা হাজির সম্ভব। কত আশ্চর্য তাইনা? প্রায় ৫০০০ বছর আগেই এলিয়েন ও হায়ার ডাইমেনশনের জীব রা যে আসমানি মন্ত্র শিখিয়েছিল ফেরাউনদের সেই মন্ত্রেও আল্লাহ পাকের নাম ও কুরআনের দোহাই রয়েছে। যদিও ভাষা ভিন্ন ছিল কিন্তু আমি আরবী ভাষা ও বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিলেও মন্ত্রের অর্থ হুবহু সেইম ই। এবার নিজেদের মস্তিষ্ক কে প্রশ্ন করুন এবং সেই আল্লাহ পাকের নাম ও কুরআনের অসীম মহিমা কল্পনা করুন। কুরআনের সূরা আর রহমানের সেই আয়াত তেলাওয়াত করতে ইচ্ছে হচ্ছে " হে মানুষ ও জ্বীন তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ কে অস্বীকার করবে? "

অধ্যায় ৭: ইলহামকৃত আসল Book Of Dead এর মূল মন্ত্র সাধনা

১. সময় নির্বাচন
ফজরের আগের শেষ দুই ঘণ্টা হলো সর্বোত্তম সময়।
যাকে বলা হয় “গেট অফ রূহ” — এই সময় আসমান ও জমিনের পর্দা সবচেয়ে পাতলা হয়ে যায়।

২. আসন
অজু করে, সাদা কাপড় পরে, শান্ত অন্ধকার কক্ষে বসতে হবে। সামনে পরিষ্কার পানি, সাতটি সাদা মোমবাতি জ্বালাতে হবে। মোমগুলোকে বৃত্তাকারে সাজাতে হবে, মাঝখানে বসতে হবে।

৩. প্রারম্ভিক তেলাওয়াত

৩ বার তাওবাহ, ১১ বার দরুদ শরীফ, সূরা ফাতিহা ৩ বার, আয়াতুল কুরসি ৭ বার, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস প্রত্যেকটি ৩ বার তেলাওয়াত করতে হবে। এগুলো পড়া হবে আত্মা আহ্বানের আগে সুরক্ষার জন্য।

৪. ইলহামপ্রসূত মন্ত্র পাঠ
প্রথমে মন্ত্রের ভূমিকা পড়া হবে ১১ বার—

" বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া মালিকাল মাওতি ওয়াল হায়াত, বিআসমিকাল আ'যম, ওয়া বিহাক্কি আসমা'ইকাল হুসনা, ওয়া বিহাক্কিল কুরআনিল মুনাযযাল, আসআলুকা আন তাজআলা হিসনান মিন নূরিন হাওলানা, ওয়া তুবতিলা কাইদাশ শায়াতীন। "
বাংলা অর্থ:

" আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম দয়ালু, অশেষ করুণাময়। হে চিরঞ্জীব, হে সর্বধারক, হে মৃত্যু ও জীবনের মালিক! তোমার ইসমে আ'যমের দোহাই, তোমার সুন্দর নামগুলোর দোহাই, তোমার অবতীর্ণ কুরআনের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—

আমাদের চারপাশে নূরের এক প্রাচীর তৈরি করো এবং শয়তানদের কৌশল ভেঙে দাও। "

এরপর পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ উপস্থাপিত মূল মন্ত্র পূর্ণ উচ্চারণে পড়তে হবে ২১ বার, প্রতিবার শেষে নিজের ডান হাত কপালে রেখে বলতে হবে:

আল্লাহুম্মা ইহদুর লানা আর রূহাল হাকিকিয়্যাতা বিইজনিল্লাহিল হক্ক, ওয়াকশিফ যায়ফাশ শায়াতীন, ওয়াজআলিল মালায়িকাতা শুহুদান আলা সিদকিনা।

বাংলা অর্থ:

হে আল্লাহ, তোমার সত্য অনুমতিতে আমাদের কাছে আসল আত্মাকে হাজির করো।

শয়তানদের ভণ্ডামি উন্মোচন করো।

আর ফেরেশতাদের সাক্ষী বানাও আমাদের সত্যের উপর।

এর মাধ্যমে শয়তান নয়, কেবল আসল রূহ হাজির হয়।

৫. শেষে দোয়া

মন্ত্র শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে মুনাজাত করতে হবে:

“হে আল্লাহ, যদি আসল রূহ হাজির হয়ে থাকে তবে তার শান্তি দাও, আর যদি শয়তান এসে থাকে তবে তাকে দূর কর।”

৬. ৩ বার তাওবাহ, ১১ বার দরুদ শরীফ।

⚠️ সতর্কবার্তা:

এটি কেবল প্রাথমিক নিয়ম। পূর্ণ Unlock, আসল হরফ, বিশেষ দোয়া, মোমবাতির আসল সংখ্যা, রূহ চেনার নিয়ম — এগুলো শুধুমাত্র মেগাক্লাসে ইজাজতপ্রাপ্ত শিষ্যদের শেখানো হবে। কারণ আমার ইজাজত ও পূর্ণ নিয়ম ছাড়া করলে শয়তান এসে ধ্বংস ডেকে আনবে। আমার খাস শিষ্য ব্যাতিত অন্যকাউকে এই সাধনার ইজাজত আমি দিব না। কারণ পরিপূর্ণ সাধনা ফ্রীতে শিখিয়ে দিলে অপব্যবহার এর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং তখন আপনাদের মাঝ থেকেই আর ও শত শত গুরু বের হয়ে মানুষ দের ধোকা দেয়া শুরু করবে। যেসব ভুল পূর্বে করেছি তা পুনরায় করবনা ইনশা আল্লাহ।

যারা আমার বিদ্যা চুরি করে এখন নিজেরাই মহাগুরু এসব মুনাফেক গুরুদেব রা এটা জানেনা বা রিয়ালাইজ ও করেনা যে আধ্যাত্মিক জগৎ টা অনেক বড় কঠিন একটি জগৎ। আল্লাহ ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয়না! তাই মোনাফেকি করতে করতে ও মানুষ ঠকাতে ঠকাতে একদিন এমন কট খেয়ে যাবে যে নিজে তো বিনাশ হবেই সাথে সাথে পুরো ফ্যামিলি নিয়ে বিনাশ হবে।

আর আমার কিছু ভক্ত সমাজ কে আর কি বলব? তাঁদের মাঝে কিছু আজব প্রাণী আবার সেইসব মুনাফেক গুরুদের কাছে গিয়ে ইজাজত ও চায়! মূর্খ মনুষ্যজাত এটা রিয়ালাইজ করেনা যে, নিজেই অন্যের বিদ্যা চুরি করে সে আর তাদের কি ইজাজত দিবে! তো যাইহোক এসব আপনাদের কে বুঝিয়ে বলা আর পাগলের সাথে প্রলাপ করা একই কথা।

তাই পাব্লিকলি সাধনার পূর্ণ নিয়ম আমি শিখাব না। জবান পরিষ্কার, আমার আয়ত্বে না থেকে কেউ সাধনা করে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে দায়ভার আমার নয়। শুধুমাত্র আল্লাহর শক্তির ছায়ায় সকল শক্তি দাসত্ব স্বীকার করে এবং সকল শক্তির মূল উৎস আল্লাহ পাকের নাম এটা আপনাদের কে বুঝাতে ও প্রমাণ করতেই আজকের এই সাধনা Unlock করিলাম।

অধ্যায় ৮: শয়তান বনাম আসল রূহ

যখন বিকৃত Book of Dead পড়া হয়, শয়তান এসে মৃত আত্মার অভিনয় করে। কিন্তু যখন আমার প্রদান করা এলিয়েন ও হায়ার ডাইমেনশনের প্রাণীর শিক্ষা দেয়া মন্ত্র যাতে আল্লাহর নাম, কুরআনের দোহাই, ফেরেশতাদের সাক্ষ্য ডাকা হয়—তখন আসল রূহ হাজির হয়।

অধ্যায় ৯: শিষ্যের অভিজ্ঞতা

এক শিষ্য আমার মন্ত্র পড়ল। রাতে তার প্রয়াত দাদা স্বপ্নে এসে বললেন —“আমার জন্য দোয়া করো।”

এটাই প্রমাণ—আল্লাহর ইলহাম ছাড়া কোনো মন্ত্র আসল আত্মা হাজির করতে পারে না।

অধ্যায় ১০: উপসংহার

বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের শিখালাম—

শয়তান Book of Dead কে বিকৃত করে কিভাবে প্রতারণা করে? কেন আল্লাহর নাম ছাড়া সব মন্ত্র ব্যর্থ!
আর আল্লাহর ইলহামপ্রসূত Book Of Dead এর ৫০০০ বছর পুরাতন আসল মন্ত্রের একটি নমুনা। কিন্তু আসল Unlock—আসল হরফ, আসন, পূর্ণ সাধনা—এগুলো আমি শুধু মেগাক্লাসে খাস শিষ্যদের শেখাব।

মেগাক্লাস টপিক:

১. Book of Dead এর পূর্ণ মন্ত্র Unlock
২. ফেরাউনদের রক্ত চুক্তি
৩. ৭ রাতের কবর Unlock সাধনা
৪. আসল আত্মা বনাম শয়তান চেনার নিয়ম
৫. কালো হরফ বনাম আল্লাহর হরফ
৬. ফেরেশতার সাক্ষ্য কিভাবে পাওয়া যায়
৭. কোরআন বনাম Book of Dead তুলনা
৮. মিশরীয় তাবিজ Unlock
৯. পূর্বপুরুষের রূহ ডাকার আসল পদ্ধতি
১০. রুহানী DNA রহস্য
১১. Book of Dead বনাম Lesser Key of Solomon
১২. ইসলামের আলোকিত বিকল্প রুহ ডাকার পদ্ধতি Unlock

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এই পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী।
আধ্যাত্মিক সাধনা আমাদের মনে করায়—সময় শুধু আল্লাহর হাতে। আমরা যেন মৃত্যুর কথা মনে রেখে কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুত হই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্যের পথে রাখুন।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,

আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।

কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।

আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।

কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।

আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:

Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732